রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ডিসেম্বর ১০, ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর, ২০১২/২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১০ ডিসেম্বর, ২০১২/ ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১২ সনের ৪৫ নং আইন

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের পূর্ণাঙ্গ শিরোনামা সংশোধন।**—সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর পূর্ণাঙ্গ শিরোনামায় উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের প্রস্তাবনা সংশোধন।**—উক্ত আইনের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন সংশোধন।**—উক্ত আইনের সর্বত্র, যথাক্রমে, "সদস্য" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনার", "সদস্যগণ" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনারগণ", "সদস্যকে" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনারকে", "সদস্যবৃন্দ" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনারবৃন্দ", এবং "সদস্যপদে" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনারপদে", শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) "কমিশনার" অর্থ কমিশনের কমিশনার;";

(গ) দফা (গ) এ উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিশনের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) দফা (চ) বিলুপ্ত হইবে।

৭। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "চার বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এর—

(ক) দফা (ঝ) এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন দফা (ঝঝ) ও (ঝঝঝ) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(ঝঝ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিতক্রমে, কোন ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ হইতে সিকিউরিটিজ লেনদেন সম্পর্কিত তদন্তাধীন ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য ও রেকর্ড তলব;

(ঝঝ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দেশী ও বিদেশী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সহিত সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময় চুক্তি সম্পাদন;";

(খ) দফা (ঠ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ঠঠ) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(ঠঠ) ডেরিভেটিভসহ সিকিউরিটিজ লেনদেন সংক্রান্ত সেটেলমেন্টের জন্য স্থাপিত ক্লিয়ারিং কর্পোরেশনের কার্য নিয়ন্ত্রণ;"।

১০। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রদেয় বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া উপ-ধারা (২) এর অধীন কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সম্পর্কিত চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ করা যাইবে।"।

১১। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনে নূতন ধারা ৯ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৯ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"**৯ক। পরামর্শক বা উপদেষ্টা নিয়োগ।**—কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও মেয়াদে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক বা উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

১২। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকারি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অনুদান ব্যতীত কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ কমিশন স্বীয় প্রয়োজনে ব্যয় করিতে পারিবে।"।

১৩। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এ উল্লিখিত "বিশেষ নির্দেশ" শব্দগুলির পরিবর্তে "নীতিগত বিষয়ে বিশেষ সময় সময় নির্দেশ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন উপ-ধারা (২ক) ও (২খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(২ক) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন কমিশন কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ডের ১৫ (পনের) শতাংশ অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান না করিয়া উক্তরূপ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল বা উপ-ধারা (৫) এর অধীন পুনর্বিবেচনা বা কোন আদালতে কোন মামলা বা আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

(২খ) এই আইনের অধীনে কমিশন কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ড অনাদায়ী হইলে উহা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।"।

১৫। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনে নূতন ধারা ২৬ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"**২৬ক। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি।**—(১) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১২ কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।"।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd